প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لا يَضُرُّ إِلا نَفْسَهُ وَلا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمِ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিম ধর্মপ্রাণ। ধর্মীয় বিধি বিধান অনেকেই পুরোপুরি মানতে না পারলেও সকল বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অটল। কমবেশি পালনের চেষ্টাও অনেকেই করেন। কিন্তু একটি ফরয ইবাদত যা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি স্তম্ভের অংশ তা বাংলাদেশের ধার্মিক মুসলমানগণও পালন করেন না। ভাবতে বড়ই অবাক লাগে। যে ধার্মিক মুসলিম পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও সাধ্যমত সুন্নাত ও নফল নামায আদায় করছেন। ফরয রোযা পালন ছাড়াও সাধ্যমত নফল রোযা পালন করছেন। এছাড়া অনেক প্রকার সুন্নাত, নফল, যিকির, দান ও অন্যান্য কাজ করছেন। এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদ, ওঠা-বসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আদবও ত্যাগ করতে চান না। এই মুসলিমই কুরআন করীমের স্পষ্ট নির্দেশ, অসংখ্য হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশ, সকল মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যের মাধ্যমে ফরয ইবাদত ফসলের যাকাত বা উশর প্রদানের ইবাদত পালন করেন না। বাংলাদেশের প্রায় কোন মুসলিমই ফসলের যাকাত প্রদান করেন না।

প্রশ্ন হলো কেন এই অবাধ্যতা? কেন এই অবহেলা? প্রশ্ন করলে অনেক আলেম বলেন: বাংলাদেশের খারাজী জমিতে উশর প্রদান জরুরী নয়। "খারাজী জমিতে উশর প্রদান জরুরী নয়" কথাটি ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মত, তা ঠিক। কিন্তু আমাদের কি দেখা উচিত নয় যে, বাংলাদেশের জমি কোন শ্রেণীর? খারাজী না উশরী? আমাদের কি দেখা উচিত নয় যে, আমরা খারাজী জমির খারাজ আদায় করছি কিনা? আমাদের কি একটু দেখা দরকার না, কাকে

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়: আরকানুল ইসলাম ও যাকাত /১৫-৪৬

১. ১. ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থা /১৫

১. ২. ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভ /১৬

১. ৩. যাকাত: পরিচিতি ও গুরুত্ব /১৮

১. ৪. যাকাত প্রদানে অবহেলার পরিণতি /২২

১. ৫. যাকাতযোগ্য সম্পদের শ্রেণীভাগ /২৬

১. ৬. যাকাতের কিছু সাধারণ বিধান /২৭

১. ৬. ১. সর্বাবস্থায় নফল দান করা উচিত /২৭

১. ৬. ২. নিসাব /২৯

১. ৬. ৩. আধুনিক হিসাব পদ্ধতিতে যাকাতের নিসাব /৩০

১. ৬. ৩. ১. স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিসাব /৩০

১. ৬. ৩. ২. নগদ টাকা ও বাণিজ্যিক পণ্যের নিসাব /৩৩

১. ৬. ৩. ৩. বিভিন্ন সামগ্রীর একত্রে যাকাত /৩৬

১. ৬. ৪. বর্ষপূর্তি /৩৬

১, ৬. ৫. ব্যবহৃত অলঙ্কারের যাকাত /৪২

১. ৭. যাকাত প্রদানে অবহেলা বনাম বাড়াবাড়ি /৪৪

দ্বিতীয় অধ্যায়: উশর বা ফসলের যাকাত /৪৭-৭৮

২. ১. উশর : অর্থ ও পরিচিতি /৪৭

২. ২. কুরআন কারীমে ফসলের যাকাত /৪৭

২. ৩. হাদীস ও ফিকহের আলোকে উশর /৪৯

২. ৩. ১. উশরের পরিমাণ /৪৯

২. ৩. ২. উশরযোগ্য ফল-ফসল /৫২

২. ৩. ২. ১. সকল প্রকার ও পরিমাণের ফল-ফসলের যাকাত /৫২

২. ৩. ২. ২. নিসাব পরিমাণ কিছু ফল-ফসলের যাকাত /৫৮

২. ৩. ৩. ফসলের যাকাতের নিসাব /৫৯

২. ৩. ৪. পাঁচ ওয়াসাকের আধুনিক পরিমাপ /৬৪

২. ৩. ৫. ওয়াসাক বহির্ভূত ফসলের নিসাব /৬৭

২. ৩. ৬. যাকাতযোগ্য ফল-ফসলের পরিচয় /৬৯

২. ৩. ৬. ১. শুধু গমের যাকাত /৭০
২. ৩. ৬. ২. যব, গম, কিসমিস, খেজুর ও ভুট্টার যাকাত /৭০
২. ৩. ৬. ৩. মধু, যাইতুন ও সকল খাদ্যশস্যের যাকাত /৭৩
২. ৩. ৭. যাকাত-মুক্ত ফল-ফসলের বর্ণনা /৭৪
২. ৩. ৮. ফল-ফসলের যাকাতযোগ্যতার মূলনীতি /৭৫

তৃতীয় অধ্যায়: ইসলামী খারাজ ব্যবস্থা /৭৯-১০৬

৩. ১. যাকাতযোগ্য ভূমি বনাম যাকাতমুক্ত ভূমি /৭৯
৩. ২. ইসলামে 'খারাজ' বা 'ইসলামী ভূমিকর' ব্যবস্থা /৮০
৩. ৩. উমার (রা)-এর 'খারাজ' ব্যবস্থা /৮২
৩. ৩. ১. 'খারাজ ওয়াযীফাহ' বা নির্ধারিত খারাজ /৮৩
৩. ৩. ২. 'খারাজ মুকাসামাহ' বা বর্গামূলক খারাজ /৮৬
৩. ৩. ৩. 'খারাজ ওয়াযীফাহ'র পরিমাপের ব্যাখ্যা /৮৮
৩. ৩. ৩. ১. দিরহাম /৮৮
৩. ৩. ৩. ২. কাফীয /৮৯
৩. ৪. ইসলামী খারাজ ব্যবস্থার বিধানাবলি /৯৩
৩. ৪. ১. খারাজী ভূমির মালিকানা /৯৩
৩. ৪. ২. খারাজী ভূমি ও জমিদারি প্রথা /৯৬
৩. ৪. ৩. জায়গিরদার বা খারাজ সংগ্রাহকের প্রথা /৯৭
৩. ৪. ৪. ব্যবসায়ের খারাজ /৯৮
৩. ৪. ৫. খারাজের ব্যয়খাত /১০০
৩. ৪. ৬. উমারের (রা) হারের ব্যতিক্রম করা /১০২
৩. ৪. ৭. খারাজ প্রদান করবেন ভূমি মালিক /১০৪
৩. ৪. ৮. প্রাকৃতিক দুর্যোগে খারাজ রহিত হবে /১০৪
৩. ৪. ৯. মুসলিমের ভূমির খারাজ /১০৫

চতুর্থ অধ্যায়: উশরী ও খারাজী ভূমির উশরের বিধান /১০৭-১৪০

৪. ১. উশরী ও খারাজী ভূমি: পরিচয়ের মূলনীতি /১০৭
৪. ২. উশরী ও খারাজী ভূমি : পরিচয় ও শ্রেণীবিভাগ /১০৮
৪. ২. ১. উশরী ভূমির পরিচয় ও প্রকার /১০৯
৪. ২. ২. খারাজী ভূমির পরিচয় ও প্রকার /১১০

৪. ৩. ভূমির প্রকৃতি পরিবর্তন : উশরী ভুমির খারাজ /১১২
৪. ৪. ভূমির প্রকৃতি পরিবর্তন : খারাজী ভূমির উশর /১১৬
৪. ৪. ১. খারাজী ভূমির উৎপাদন উশরমুক্ত /১১৭
৪. ৪. ২. এ মতের দলীল প্রমাণাদি /১১৮
৪. ৪. ২. ১. উশরের হাদীসের নির্দেশনা /১১৮
৪. ৪. ২. ২. ইরাক তার দিরহাম ও কাফীয বন্ধ করে দিল /১১৯
৪. ৪. ২ ৩. উমার (রা)-এর কর্ম ও মতামত /১২০
৪. ৪. ২. ৪. খারাজ উশরের দ্বিগুণ বা তারও বেশি /১২০
৪. ৪. ২. ৫. মুমিনের জমিতে খারাজ ও উশর একত্রিত হয় না /১২০
৪. ৪. ২. ৬. পূর্ববর্তী সকল শাসকের ঐকমত্য /১২১
৪. ৪. ২. ৭. একই সম্পদে দ্বিবিধ করারোপে আপত্তি /১২১
৪. ৪. ২. ৮. খুলাফায়ে রাশেদীন করেন নি /১২২
৪. ৪. ২. ৯. মুমিনের অতিরিক্ত বোঝা /১২২
৪. ৪. ৩. খারাজী জমির উৎপাদনের উশর দিতে হবে /১২২
৪. ৪. ৪. এ মতের দলিল-প্রমাণাদি /১২৪
৪. ৪. ৪. ১. করের কারণে ফরয ইবাদত রহিত হওয়া অসম্ভব /১২৪
৪. ৪. ৪. ২. খারাজ ও উশর পরস্পরকে রহিত করে না /১২৫
৪. ৪. ৪. ৩. খুলাফা ও তাবেয়ীগণের মতামত /১২৫
৪. ৪. ৪. ৪. ভাড়া জমির উশর বিষয়ে উম্মতের ইজমা /১২৬
৪. ৪. ৪. ৫. খারাজ ও উশর একত্রিত হতে পারে /১২৭
৪. ৪. ৪. ৬. উশর রহিত করা কুরআন বিরোধী /১২৯
৪. ৪. ৫. প্রথম মতের প্রমাণাদি খণ্ডন /১২৯
৪. ৪. ৫. ১. উশরের হাদীসের প্রমাণ /১২৯
৪. ৪. ৫. ২. খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মের প্রমাণ /১৩০
৪. ৪. ৫. ৩. ইরাক তার দিরহাম ও কাফীয বন্ধ করে দিল /১৩২
৪. ৪. ৫. ৪. একই সম্পদে দুই প্রকার যাকাত বা কর আরোপ /১৩২
৪. ৪. ৫. ৫. মুসলিমের জমিতে উশর ও খারাজ একত্রিত হয় না /১৩৩
৪. ৪. ৫. ৬. হানাফী উসূলের বিরোধিতা /১৩৫
৪. ৪. ৫. ৭. মুসলিম নাগরিকের অতিরিক্ত বোঝা /১৩৭
৪. ৪. ৫. ৮. আল্লামা ইবনুল হুমামের মতামত /১৩৮

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

আরকানুল ইসলাম ও যাকাত

১. ১. ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থা

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানব জাতিকে অত্যন্ত ভালবাসেন। মানুষকে তিনি সৃষ্টির সেরা হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন এ বিশ্বকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়ার। এজন্য তিনি তাকে দান করেছেন জ্ঞান, বিবেক, যুক্তি ও বিবেচনা শক্তি- যা তাকে সমৃদ্ধি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। মানুষের এ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আছে। মানুষ তার জ্ঞান, বিবেক ও বিবেচনা দিয়ে তার পার্থিব জগতের বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারে এবং নিজেকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে পারে, কিন্তু তার ইন্দ্রিয়ের বাইরের কিছু সে জানতে পারে না। তার অভিজ্ঞতায় ভুল ধরা পড়ে। স্বার্থ চিন্তা, লোভ-লালসা অনেক সময় তাকে অকল্যাণের পথে ধাবিত করে।

এ জন্য মহান স্রষ্টা করুণাময় আল্লাহ মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি, সমাজ ও জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কিছু মহান মানুষকে বেছে নিয়ে তাদের কাছে তাঁর বাণী বা ওহী প্রেরণ করেছেন। কিভাবে আল্লাহর উপর ঈমান আনতে হবে, কিভাবে নবী-রসুলদের উপর ঈমান আনতে হবে, কিভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে, কোন্ কর্ম কিভাবে করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি, ক্ষমা ও করুণা লাভ সহজ হবে, কিভাবে জীবন ও সমাজ পরিচালনা করলে মানব সমাজ অধিকতর ভালবাসা ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হবে ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিত শিক্ষা প্রদানই নবী ও রাসূলগণের কর্ম। তাঁদের শিক্ষা ও আদর্শের হুবহু অনুসরণ ও অনুকরণই মানব সমাজের নাজাতের একমাত্র উপায়।

মানব সৃষ্টির শুরু থেকে মহান আল্লাহ অগণিত নবী-রাসূলের মাধ্যমে যে জীবন ব্যবস্থা মানব জাতিকে জানিয়েছেন তার নাম 'ইসলাম'। সকল যুগের সকল নবী-রাসূল (আলাইহিমুস সালাম) ও তাঁদের অনুসারীগণ ছিলেন মুসলিম।

যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের তিরোধানের পর তাঁদের অনুসারীগণ ক্রমান্বয়ে তাঁদের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। নষ্ট করে ফেলেছে তাঁদের প্রকৃত আদর্শ। সবশেষে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন রাহমাতুল্লিল 'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে। সকল যুগের সকল দেশের সকল মানুষের জন্য 'ইসলামের' সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে এলেন তিনি। মানব জীবনের সকল বিষয়ের পরিপূর্ণ ও সুন্দরতম বিধান দিয়ে গিয়েছেন তিনি। মানুষের ব্যক্তিগত, আধ্যাত্মিক, শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে।

ইসলামের অগণিত বিধানের মধ্য থেকে পাঁচটি বিধানকে ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভ বলে ঘোষণা করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। শুধু এগুলিই ইসলাম নয়। ইসলামে আরো অগণিত ফরয দায়িত্ব রয়েছে। তবে এ পাঁচটি হচ্ছে সকল দায়িত্বের মধ্যে প্রধান ও মূল। এ পাঁচটি স্তম্ভ মানব জীবনের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কেন্দ্রিক ও সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

১. ২. ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভ

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"ইসলামকে পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে: বিশ্বাসের সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসুল, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ আদায় এবং রমযান মাসের সিয়াম পালন করা করা।"[১]

অন্য হাদীসে মু'আয ইবনু জাবাল (رضي الله عنه) বলেন, একদিন চলার পথে আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে এমন কর্ম শিখিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে নেবে। তিনি বললেন:

---

[১] বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (২৫৬ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, দারু কাসীর, ইয়ামাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খৃ.) ১/১২, নং ৮, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাস) ১/৪৫, নং ১৬।

لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ

"তুমি আমাকে খুব বড় বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। তবে আল্লাহ যার জন্য সহজ করেন, তার জন্য তা সহজ। তুমি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কোনো শরীক করবে না, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রামাদানের সিয়াম পালন করবে এবং হজ্জ পালন করবে।"[২]

আবূ দারদা (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "পাঁচটি কর্ম যে করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তন্মধ্যে একটি:

أَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ

"আনন্দিত ও সন্তুষ্ট চিত্তে সে যাকাত প্রদান করবে।"[৩]

আবূ হুরাইরা ও অন্যান্য সাহাবী (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ পাঁচটি স্তম্ভের প্রথম চারটিকেই (তখনো হজ্জ ফরয হয় নি) ইসলাম বলে অভিহিত করেছেন। জিবরাঈল (আ.) মুসলিম উম্মাহকে শেখানোর উদ্দেশ্যে মানুষের বেশে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরবারে এসে তাঁকে প্রশ্ন করেন: "হে আল্লাহর রাসূল, ইসলাম কী? তিনি উত্তরে বললেন:

الإِسْلامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ

"ইসলাম হচ্ছে এই যে, তুমি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোনো শরীক (অংশীদার) স্থাপন করবে না, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে এবং রমযান মাসে সিয়াম পালন করবে।"[৪]

এ সকল হাদীস থেকে আমরা ইসলামের মূল পাঁচটি স্তম্ভের কথা জানতে পারছি। এ বিষয়গুলি সকল যুগের সকল নবী-রাসূলের প্রচারিত

---

[২] তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি./১৯৮৭ খৃ.) ৫/১৩। হাদীস হাসান সহীহ।

[৩] মুনযিরী, আব্দুল আযীম (৬৫৬ হি), আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (কায়রো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪) ২/৫-৬, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৮) ১/২১৯, ৩৮৩।

[৪] বুখারী, আস-সহীহ, ১/২৭, নং ৫০, ৪/১৭৯৩, নং ৪৪৯৯, মুসলিম, আস- সহীহ, ১/৩৯, ৪০, নং ৯, ১০।